কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৭২ - শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ - ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা



গ্রেফতার আরও 3, বাজেয়াপ্ত 24 কোটির 'মাদক'



জেঠুর সঙ্গে ছক কষে মাকে খুন মেয়ের



বাংলা-সহ দেশজুড়ে 20 জায়গায় NIA তল্লাশি



ট্রেনের কামরায় ফুলশয্যা

১১ পাক সেনা জওয়ানকে খতম করল বিএলএ



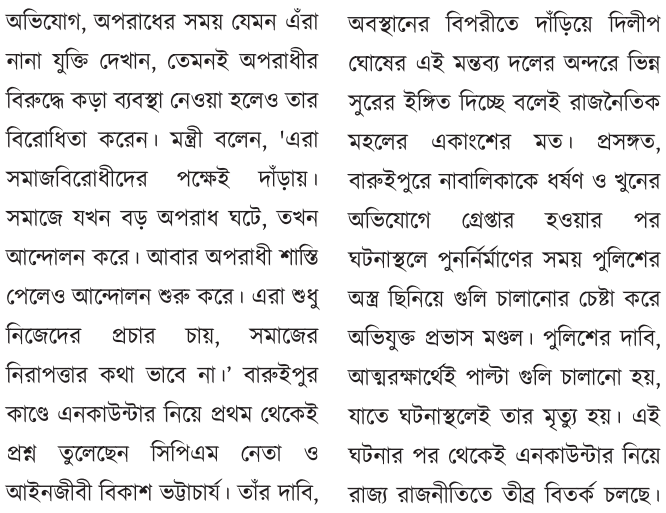
সুপ্রভাত বাংলাঃ বুধবার বেলা এলাকার ওয়ালপাটের কাছে পাকিস্তান সেনার একটি কনভয়ের উপর অতর্কিত হামলা চালায় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। এই হামলায় এক জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও)-সহ অন্তত ১১ জন সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে স্বাধীনতাকামী সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। এই ঘটনার পর ফের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে চাপে পড়েছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জনসংযোগ শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, সেনার কনভয়টি কোয়েটা-করাচি জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা বিএলএ যোদ্ধারা রকেট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। আচমকা হামলায় সেনাবাহিনীর একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলেই এক জেসিও-সহ ১১ জন সেনার মৃত্যু হয়। আরও কয়েকজন সেনা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, হামলার পর বিদ্রোহীরা নিহত সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদও নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও এই বিষয়ে পাকিস্তান সেনার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী হামলার কথা স্বীকার করেন। তাঁর দাবি, হামলার পর সেনাবাহিনী পাল্টা অভিযান চালিয়ে ১৪ জন বিএলএ যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। তবে এই দাবির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি এবং স্বাধীনভাবে সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে নিহত সেনাদের নামও প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুবেদার ওয়াহিদ, নায়েক সাকিব, নায়েক জাহির, সিপাহী সাজ্জাদ, ওয়াসিম আখতার, শাকুর, ওয়াকার নুর, উসমান, ল্যান্স নায়েক কুরবান এবং আরও দু'জন সেনা বশারত ও বিলাল। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই তালিকা প্রকাশ করেনি। এই হামলার ফলে চলতি সপ্তাহে বালোচিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত সেনা ও পুলিশ সদস্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২। বিএলএ এবং তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর একাধিক হামলায় এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তান সরকারের দাবি, পাল্টা অভিযানে মোট ৫৪ জন জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। ঘটনার পর পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির বলেন, দেশের নিরাপত্তা নষ্ট করার যে কোনও ষড়যন্ত্র কঠোর হাতে দমন করা হবে। তাঁর অভিযোগ, সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া হচ্ছে এবং পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা চলছে।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের 'সমাজবিরোধী' আখ্যা



সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হচ্ছে। একদিকে নির্যাতিতার পরিবার পুলিশের এই পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার কর্মীদের একাংশ এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই আবহেই কড়া ভাষায় সমালোচকদের আক্রমণ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সমাজে অপরাধ বাড়ার পিছনে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী রাজনীতির বড় ভূমিকা রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, অপরাধের সময় যেমন এঁরা নানা যুক্তি দেখান, তেমনই অপরাধীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তার বিরোধিতা করেন। মন্ত্রী বলেন, 'এরা সমাজবিরোধীদের পক্ষেই দাঁড়ায়। সমাজে যখন বড় অপরাধ ঘটে, তখন আন্দোলন করে। আবার অপরাধী শাস্তি পেলেও আন্দোলন শুরু করে। এরা শুধু নিজেদের প্রচার চায়, সমাজের নিরাপত্তার কথা ভাবে না।' বারুইপুর কাণ্ডে এনকাউন্টার নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে বাংলায় ডিম ছোড়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও সমালোচনা করেন তিনি। এনকাউন্টার নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। তাঁদের বক্তব্য, বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ উঠলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। এই প্রেক্ষাপটেই আরও বিতর্কিত মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'ডিম যদি ছুড়তেই হয়, তাহলে এই সব বুদ্ধিজীবীদের মাথায় ভাঙুন। যারা অপরাধী আর অপরাধের সমর্থকদের পাশে দাঁড়ায়, তাদেরও একইভাবে জবাব দেওয়া উচিত।' দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ডিম ছোড়ার রাজনীতিকে তাঁর দল সমর্থন করে না। তিনি কর্মীদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সেই অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য দলের অন্দরে ভিন্ন সুরের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। প্রসঙ্গত, বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে গুলি চালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। পুলিশের দাবি, আত্মরক্ষার্থেই পাল্টা গুলি চালানো হয়, যাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই এনকাউন্টার নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক চলছে। একদিকে অনেকেই পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে বিরোধী দল, মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবীদের একাংশ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন। দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল।

বন্যার জলে ভাসছে ৩০০০ LPG সিলিন্ডার



দেশজুড়ে মৌসুমি বৃষ্টির দাপটে একাধিক রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেরলে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেও একই ধরনের বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় টানা ভারী বৃষ্টির জেরে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এইচপিসিএলের পাতালগঙ্গা এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট।

বঙ্গোপসাগরে পিনাকা রকেটের সফল পরীক্ষা ভারতের

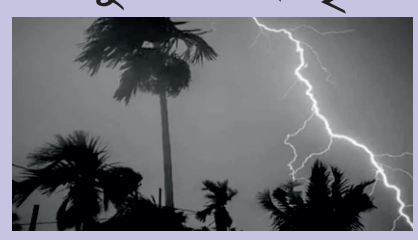


সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটের (Pinaka LRGR) সফল পরীক্ষা চালাল প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)। মঙ্গলবার ওড়িশার চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ (আইটিআর)-এ এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। পরীক্ষায় ৬০ কিলোমিটার দূরের নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত হানে রকেটটি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উৎক্ষেপণের পর রকেটটি পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশে সব ধরনের নির্ধারিত গতিপথ ও কৌশল সফলভাবে সম্পন্ন করে। এরপর একেবারে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে সঠিকভাবে আঘাত হানে। গোটা উড়ানের সময় পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ যন্ত্র রকেটের গতিপথ নজরে রাখে এবং সব তথ্য সফলভাবে সংগ্রহ করে। ডিআরডিও জানিয়েছে, এই নতুন লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটটি তৈরি করেছে আর্মামেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট (এআরডিই)। এই প্রকল্পে সহযোগিতা করেছে হাই এনার্জি ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ ল্যাবরেটরি (এইচইএমআরএল), ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি (ডিআরডিএল) এবং রিসার্চ সেন্টার ইমারত (আরসিআই)। দেশের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই রকেট তৈরি করা হয়েছে। এই পরীক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বর্তমানে সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত পিনাকা লঞ্চার থেকেই নতুন রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, একই লঞ্চার ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিভিন্ন পাল্লার পিনাকা রকেট ছোড়া সম্ভব হবে। এর ফলে আলাদা লঞ্চারের প্রয়োজন কমবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত ও সহজে রকেট মোতায়েন করা যাবে। এই সফল পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, দীর্ঘ পাল্লার গাইডেড রকেট তৈরির ক্ষেত্রে এটি ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বড় সাফল্য। দেশীয় প্রযুক্তিতে এমন উন্নত অস্ত্র তৈরি হওয়া ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিকে আরও মজবুত করবে। পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব এবং ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং।

পাকিস্তানে ফের সংখ্যালঘুদের নিশানা

সুপ্রভাত বাংলাঃ বুধবার ক্রিকেট খেলার সময় বন্দুকধারী জঙ্গিদের গুলিতে দুই তরুণ খ্রিস্টান ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বালোচিস্তানের মাস্তাং জেলার শামসাবাদ এলাকায়। প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি ক্রিকেট মাঠে স্থানীয় কয়েকজন তরুণ ক্রিকেট খেলছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় পাশের একটি গ্রাম থেকে কয়েকজন সশস্ত্র জঙ্গি সেখানে এসে আচমকা গুলি চালাতে শুরু করে। হামলার পরই তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। মাস্তাং সিটি থানার স্টেশন হাউস অফিসার আবদুল রউফ জানিয়েছেন, গুলিতে দুই তরুণের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহতদের নাম আয়ুশ মাসিহ (২১) এবং ডমনিক মাসিহ (২৪)। দু'জনেই স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন এবং নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন। ঘটনার পর পুলিশ এলাকায় পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীও হামলাকারীদের ধরতে আশপাশের এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন বা গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। ঠিক কী কারণে এই হামলা চালানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বালোচিস্তানে অতীতেও একাধিকবার এমন হামলা হয়েছে। ২০১৭ সালে কোয়েটার একটি গির্জায় আত্মঘাতী ও বন্দুক হামলায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই হামলার দায় স্বীকার করেছিল জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)। ২০১৮ সালেও কোয়েটায় পৃথক হামলায় একাধিক খ্রিস্টান নাগরিক নিহত হন। ২০২২ সালে মাস্তাংয়ের একটি খ্রিস্টান কলোনিতেও বন্দুকধারীদের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় হলেও সবচেয়ে কম জনবসতিপূর্ণ প্রদেশ বালোচিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই অশান্ত। এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, জঙ্গি গোষ্ঠী এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্ত লাগোয়া এই প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলার পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও বারবার হামলার শিকার হয়েছেন। সাম্প্রতিক এই হামলার পর পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি



সুপ্রভাত বাংলাঃ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত মেঘলা আকাশের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বর্ষণের জেরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতার ক্ষেত্রে আগামী ২৪ ঘণ্টায় আকাশ সাধারণভাবে মেঘলা থাকবে। শহরের বিভিন্ন অংশে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশ বেশি থাকবে, ফলে বৃষ্টির মাঝেও ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি বজায় থাকবে। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে নামমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং কলকাতায় প্রথম দু'দিন কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তৃতীয় দিন থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে অধিকাংশ জেলাতেই অনেক জায়গায় বৃষ্টি হবে এবং সপ্তাহের শেষভাগে প্রায় সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সুপ্রভাত বাংলা

বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৭২ - শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ - ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বারুইপুর-কাণ্ডে আতঙ্কে অন্য অভিযুক্তের পরিবার

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

মৃত্যুর পর থেকেই ভয়ের আবহ আর এক অভিযুক্ত দিবাকর সর্দারের পরিবারে । তাঁদের আশঙ্কা, তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়ার সময় দিবাকরের ক্ষেত্রেও যেন একই পরিণতি না-হয় । সেই উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে মামলার অন্যতম অপর অভিযুক্ত কবীর মোল্লাকে । পুলিশ সূত্রের খবর, কবীরের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার নেপথ্য সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে এবং তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন তদন্তকারীরা । বসিরহাট থেকে গ্রেফতারের পর কবীরকে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়ার আশা পুলিশের । এ দিকে প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর পর থেকেই উদ্বেগে দিবাকরের পরিবার । তাঁর ভাই ভাস্কর সর্দারের বক্তব্য, "আমার ভাই যদি দোষী হয়, আদালত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিক । কিন্তু এনকাউন্টার নয়, বিচার হোক আদালতেই ।" একই সুর শোনা গিয়েছে দিবাকরের ভাইয়ের স্ত্রী মিলি সর্দারের গলায় । তাঁর কথায়, "প্রভাসের ঘটনার পর থেকে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । আদালত যখন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে, তখন আইন মেনেই তদন্ত হওয়া উচিত ।" অন্য দিকে দিবাকরের মা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ । তাঁর অভিযোগ, প্রভাস মণ্ডলের বয়ানের ভিত্তিতেই দিবাকরের নাম জড়ানো হয়েছে । যদিও পরিবারের এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে তদন্তকারী সংস্থা এখনও কোনও মন্তব্য করেনি ।

জরুরি বৈঠকে রাজ্যপাল

সুপ্রভাত বাংলাঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় 20 জন উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন । রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উপস্থিত উপাচার্যদের কাছ থেকে তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব-অভিযোগ, আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক স্টেটাসের কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনেন । তবে এদিনের বৈঠকের সবচেয়ে বড় চমক ও বিতর্কের বিষয় ছিল আয়োজক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই । রাজ্যের উচ্চশিক্ষা নিয়ে এত বড় আলোচনা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও, সেখানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি । এমনকি পুরো সভায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও সমস্যা বা পরিকাঠামো নিয়ে কোনও কথাই হয়নি । খোদ আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'অনুপস্থিতি' ও 'উপেক্ষা' নিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষামহলে জোর গুঞ্জন ও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । বৈঠক শেষে রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না-করলেও, উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সূত্রে জানা গিয়েছে যে, দীর্ঘ আলোচনার এই পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ, ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল । রাজ্যপাল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কোয়ালিটি এডুকেশন বা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন । কীভাবে শিক্ষার মান আরও উন্নত করা যায়, শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনায় আরও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের কর্মসংস্থান বা চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়, সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে ।





প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপে



সুপ্রভাত বাংলা অপহরণ ও হত্যা মামলায় পুনরায় ফাইলের জট খুলল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং বুধবার রাতে পুলিশের একটি বিশেষ দল প্রশান্ত বর্মনের নিউটাউনের ফ্ল্যাটে গিয়ে নতুন করে তল্লাশি চালায় । এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন । একইসঙ্গে মামলার তদন্তপ্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে এই ছয় সদস্যের সিট গঠিত হয়েছে । এই দলে ডিসি ডিডি ছাড়াও রয়েছেন সহকারী কমিশনার, সাইবার ক্রাইম থানার পরিদর্শক এবং আরও তিনজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা । পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই মামলার রহস্য উদ্ঘাটন এবং আদালতের নির্দেশে দ্রুত চার্জশিট গোছানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ । বুধবার রাতে নবগঠিত সিটের সদস্যরা বেঙ্গল এসটিএফ, বিধাননগর সাইবার ক্রাইম ও গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্মী এবং রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে নিউটাউনের সেই ফ্ল্যাটে পৌঁছন, যেখানে স্বপন কামিল্যাকে মারধর করে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ । ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ থাকায় পুলিশ আধিকারিকরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন । সেখানে টানা চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে তল্লাশি অভিযান ও নমুনা সংগ্রহের কাজ । ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘরগুলি থেকে একাধিক রাসায়নিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন । পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের বাসিন্দা স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা । তিনি সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকায় ব্যবসা করতেন । গত বছরের 28 অক্টোবর তাঁর দোকান থেকে তাঁকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ ছিল, বিডিও-র বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনা স্বপন কিনেছিলেন, এই সন্দেহে তাঁকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে নিউটাউনের এবি ব্লকের একটি ফ্ল্যাটে আটকে রেখে বেল্ট ও লাঠি দিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয় । 29 অক্টোবর বাগজোলা খালের পাশ থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ । এই খুনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও তিনি দীর্ঘ চার মাস ধরে পলাতক ছিলেন । তবে মে মাসে নিউটাউনে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর পর সাধারণ মানুষের সহায়তায় ইকো পার্ক থানার পুলিশের হাতে আটক হন তিনি । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ওই ট্রাফিক সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে এবার কড়াকড়ি পদক্ষেপের তোড়জোড় শুরু হয়েছে । নতুন করে পুলিশি তৎপরতা শুরু হওয়ায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুবিচার পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পরিবার । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যাতে দ্রুত কঠোরতম আইনি শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যেই পুলিশ কোমর বেঁধে নেমেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে ।

লাগাতার বাবা-দাদুর লালসার শিকার কিশোরী

সুপ্রভাত বাংলাঃ সব জেনেও নীরব ছিলেন মা । অবশেষে স্কুলের শিক্ষিকার তৎপরতায় গ্রেফতার কীর্তিমান বাবা ও দাদু । মাকেও শ্রীঘরে পাঠাল পুলিশ । বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা জেলার হাবরায় । বৃহস্পতিবার ধৃত তিনজনকে বারাসত আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ । বারাসত পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "স্কুলের পক্ষ থেকে সৎ দাদু ও সৎ বাবার বিরুদ্ধে ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ হয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্ত প্রক্রিয়ায় আমরা জানতে পেরেছি, মায়ের নীরবতাও ওই কিশোরী নির্যাতিত হওয়ার অন্যতম কারণ । তাই মাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ।" স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে ওই কিশোরীর মায়ের সঙ্গে বাবার বিচ্ছেদ হয়ে যায় । মা আবার বিয়ে করেন । মেয়েকে নিয়ে মা নতুন স্বামীর বাড়িতেই থাকতেন । ওই কিশোরী হাবরার একটি নামী স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে । গত কয়েক দিন ধরে স্কুলের শিক্ষিকারা লক্ষ্য করেন, ওই কিশোরী স্কুলে কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকছে । শিক্ষিকারা বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে জানান । প্রধান শিক্ষিকা শ্রেণি শিক্ষিকাকে ওই কিশোরীর সঙ্গে কথা বলতে নির্দেশ দেন । বুধবার স্কুলে ওই কিশোরী একটি ফাঁকা ঘরে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসেছিল । শ্রেণি শিক্ষিকা তখন তাকে ডেকে নিভৃতে কথা বলেন । শ্রেণি শিক্ষিকার সামনে ওই কিশোরী কেঁদে ফেলে । সে জানায়, সৎ বাবা ও সৎ দাদু দু'বছর ধরে তার সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করছে । প্রথমে সৎ দাদু তার ওপর অত্যাচার করা শুরু করেছিলেন । পরে সৎ বাবাও তার ওপর অত্যাচার শুরু করেছেন । ওই কিশোরী শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে । শিক্ষিকা সমস্ত ঘটনা জানার পর হাবরা থানায় কল করেন । হাবরা থানার নবাগত ইন্সপেক্টর ইনচার্জ অভিজিৎ বিশ্বাস অভিযোগের গভীরতা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুলে যান । শিক্ষিকা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তারপরই পুলিশ হাবরার ওই এলাকা থেকে সৎ দাদু ও সৎ বাবাকে গ্রেফতার করেছে । দিনের পর দিন মেয়ের উপর অত্যাচার হলেও মা কেন চুপ করেছিলেন তা নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেন । পুলিশি জেরায় মা জানান, শ্বশুর ও স্বামীর কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গেলে সংসার ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তিনি নীরব ছিলেন । পুলিশ ওই কিশোরীর মাকেও গ্রেফতার করেছে । ধৃত সৎ বাবা ও সৎ দাদুকে রাতে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে । পুলিশের দাবি, জেরায় দু'জনেই তাঁদের কীর্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । ধৃত দু'জনকে বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ বারাসত আদালতে পাঠিয়েছে । তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতের কাছে সাতদিনের হেফাজত চাওয়া হয়েছে । বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় চলছে । জনরোষে গণপিটুনিতে সন্দেহভাজন এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে ।

দালালরাজ রুখতে স্বাস্থ্যভবনে লাইভ কন্ট্রোল রুম



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ হাসপাতালগুলিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনে অতর্কিত পরিদর্শনে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবনির্মিত অত্যাধুনিক লাইভ কন্ট্রোল রুমটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারীকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই পরিদর্শনে ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । মূলত হাসপাতাল চত্বর থেকে দালাল দৌরাত্ম্য নির্মূল করা এবং সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি কমানোই এই নতুন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্যভবনের এই নতুন কন্ট্রোল রুমের কার্যকারিতা মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুরিয়ে দেখান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে রাজ্যের 15 থেকে 16টি বড় সরকারি ও জেলা হাসপাতাল এই কেন্দ্রীয় লাইভ মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় চলে এসেছে। আগামী 30 জুলাইয়ের মধ্যে মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলিকেও এই নজরদারি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, আউটডোর, প্রতিটি ওয়ার্ড এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। হাসপাতালে অপরিচিত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রবেশ রুখতে এই কন্ট্রোল রুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে খবর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রতিটি হাসপাতালে কোন বিভাগে কোথায় কী সার্জারি হচ্ছে, তা যেমন দেখা যাবে, তেমনই অপরিচিত কেউ ওয়ার্ডে ঢুকছে কি না, বা দালালরা ছদ্মবেশে ঘুরছে কি না, তাও এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে ধরা পড়বে।" তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, "কোনও ব্যক্তি যদি নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রতিদিন হাসপাতালের আউটডোর কিংবা ইউএসজি সেন্টারের সামনে ঘোরাঘুরি করেন, তবেই তাঁকে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ কোনও সাধারণ রোগীর রোজ রোজ হাসপাতালে আসার প্রয়োজন পড়ে না।" সরকারি হাসপাতালগুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপরও বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকারি হাসপাতালগুলির নাম আমরা দিয়েছি 'আয়ুষ্মান মন্দির'। মন্দিরের মতোই এর গরিমা ও পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।" হাসপাতাল চত্বরে ছদ্মবেশী দালালদের চিহ্নিত করতে এবং রোগীদের বিভ্রান্তি এড়াতে চিকিৎসা কর্মীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে নার্স, নিরাপত্তারক্ষী, ট্রলি চালক এবং অন্য কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট রঙের ল্যামিনেটেড পরিচয়পত্র ও বিশেষ ব্যাজ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এর ফলে কোনও বহিরাগত বা দালাল হাসপাতালের কর্মীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবে না। রোগীদের পরিষেবার মান বাড়াতে পরিকাঠামোগত বেশ কিছু বড় সংস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাসপাতালে রোগীদের দৈনিক খাবারের বাজেট 54 টাকা থেকে বাড়িয়ে সরাসরি 110 টাকা করা হয়েছে । পাশাপাশি বড়সড় বিপর্যয় মোকাবিলায় হাসপাতালগুলিতে আধুনিক 'ট্রমা কেয়ার ইউনিট' গড়ে তোলা হবে, যেখানে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্তত 250 জন রোগীকে জরুরি চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া, এসএসকেএম হাসপাতালে দুর্গাপুজোর আগে আরও 250টি নতুন শয্যা যুক্ত করা এবং আইসিইউ বেড 112 থেকে বাড়িয়ে অন্তত 200 করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের পরিজনদের থাকার জন্য প্রতিটি বড় হাসপাতালে 25 লক্ষ টাকা খরচে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলার নির্দেশ। একই সঙ্গে নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে 2,000 শয্যার একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল গড়ে উঠছে, যার অর্ধেক অর্থাৎ 1,000টি শয্যা দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কঠোর নজরদারির মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সম্পূর্ণ দালালমুক্ত ও রোগীবান্ধব করে তোলাই এই নতুন উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।

২২ কোটির প্রতারণা

সুপ্রভাত বাংলা সকাল থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । কলকাতার একটি ই-কমার্স সংস্থাকে কেন্দ্র করে ওঠা প্রতারণার অভিযোগের সূত্র ধরেই এই অভিযান বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে লাভ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'জারাডোবিট অ্যান্ড জারাডোবিট ই-শপার্স প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এই সংস্থা । সেই প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দিয়ে বহু মানুষ বিপুল লগ্নি করেন । কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুত মুনাফা তো দূরের কথা, আসল টাকাও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ । এই মামলার সূত্রপাত গত বছরের মে মাসে । কালীঘাটের এক বাসিন্দা হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট সংস্থা অন্তত 22 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে । লগ্নিকারীদের 25 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রতি মাসে চার শতাংশ হারে লাভ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল । সেই প্রলোভন দেখিয়েই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।

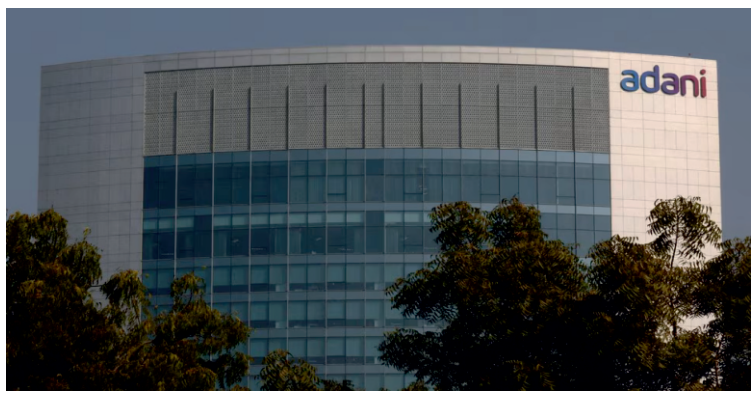
প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার পুলিশের



সুপ্রভাত বাংলা ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে নদিয়া জেলার করিমপুর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় । কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ পাল বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত । সেই কারণেই আমাদের করিমপুর পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল । প্রায় 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে ।" পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে করিমপুর থানার পুলিশ রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার বাসিন্দা পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পালের বাড়িতে হানা দেয় । পুলিশের কাছে খবর ছিল, ওই যুবকের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে এবং তিনি গাঁজার ব্যবসা করেন । তবে এদিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা গাঁজা উদ্ধার না হলেও তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় 24 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে পুলিশ ।

নিউটাউনে ২০০০ শয্যার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আদানির

সুপ্রভাত বাংলাঃ ২,০০০ শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতাল। এই হাসপাতাল তৈরি করবে আদানি গোষ্ঠী। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন থেকে এই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হাসপাতালের অর্ধেক অর্থাৎ ১,০০০টি শয্যা সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের ভূমিপুজো হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই হাসপাতাল শুধু রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানই বাড়াবে না, সাধারণ মানুষের উন্নত চিকিৎসার সুযোগও অনেকটাই বৃদ্ধি করবে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষ যাতে উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই হাসপাতালের ১,০০০টি শয্যা বিনামূল্যে বা বিশেষ সুবিধার আওতায় রাখা হবে। বাকি ১,০০০টি শয্যা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হবে, যার মাধ্যমে হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের কথা প্রথম প্রকাশ্যে আসে গত শনিবার। ভবানীপুরে এক আলোচনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আদানি গোষ্ঠী রাজ্যের স্বাস্থ্য খাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। সেই ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকল্পের রূপরেখা আরও স্পষ্ট করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশেও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিনিয়োগে আগ্রহীরা যেন শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, সেই আহ্বানও জানান তিনি। তাঁর দাবি, শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার অন্যতম পথ। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প বিনিয়োগের অভাব নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। সিঙ্গুর প্রকল্প বন্ধ হওয়ার পর বহু শিল্পগোষ্ঠী রাজ্যে নতুন করে বড় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখায়নি বলে বিরোধীদের অভিযোগ। যদিও তৎকালীন সরকার একাধিকবার বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে বিপুল বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির দাবি করেছিল। তবে সেই সব ঘোষণার কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে, তা নিয়ে নানা প্রশ্নও উঠেছিল। সরকার পরিবর্তনের পর শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বারবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই দাদনপাত্রবারে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই প্রকল্প নিয়েও আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা এগিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও একই শিল্পগোষ্ঠীর বড় বিনিয়োগের ঘোষণা রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করল। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউটাউনে এই ২,০০০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি হলে শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা পূর্ব ভারতের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উন্নত চিকিৎসা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিপুল সংখ্যক শয্যার সুবিধা একসঙ্গে মিললে এই হাসপাতাল পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের জন্য ১,০০০টি শয্যা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায়ও বড় পরিবর্তন আসতে পারে।



সাতসকালে অন্ডালে ইডির তল্লাশি



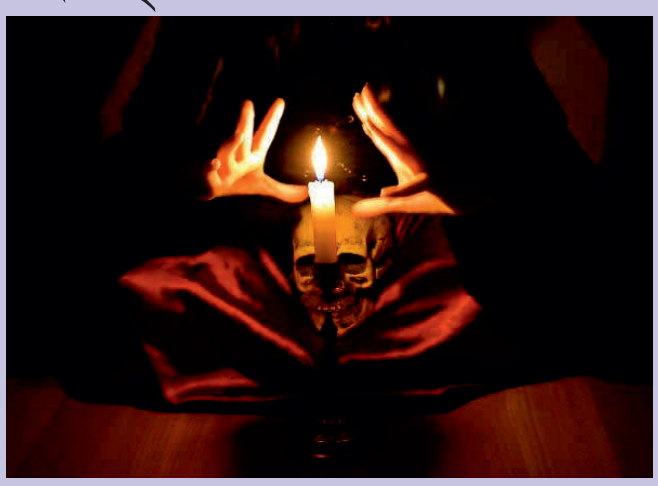
সুপ্রভাত বাংলাঃ অন্ডালের সুভাষ নগর এলাকায় নজর কাড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তৎপরতা । কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ৪টা 15 মিনিট নাগাদ ইডির একটি দল এলাকার বাসিন্দা রাম মল্লিকের বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে । আচমকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি এলাকায় ঢুকতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । গোটা এলাকায় জল্পনা শুরু হয়, ঠিক কোন তদন্তের সূত্রে এই অভিযান চালানো হচ্ছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাম মল্লিকের বাবা দিলীপ মল্লিক ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর প্রাক্তন কর্মী । ইডির আধিকারিকরা বাড়িতে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিভিন্ন আর্থিক নথি, ব্যাঙ্কের লেনদেনের তথ্য, সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন । তদন্তের স্বার্থে কয়েকটি নথি ও ডিজিটাল রেকর্ডও তাঁরা নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । যদিও কী কী নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সে বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি । অভিযানের সময় গোটা বাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকা ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । বাড়ির ভিতরে তদন্ত চলাকালীন বাইরের কারও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি । সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করলেও ইডির কোনও আধিকারিক এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি । এই তল্লাশি কোন মামলার তদন্তের অংশ, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে স্থানীয় মহলে জোর জল্পনা, সম্ভাব্য কোনও আর্থিক অনিয়ম বা কয়লা সংক্রান্ত তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে । যদিও এই জল্পনার সত্যতা সরকারি ভাবে নিশ্চিত করেনি তদন্তকারী সংস্থা । ফলে অভিযানের প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে । সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে একাধিক আর্থিক অনিয়ম, কয়লা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় ইডি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে । সেই আবহে অন্ডালের এই তল্লাশিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ । তবে তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । দুপুর দুটোয় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলছে । ইডির তরফে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি । ফলে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযানের উদ্দেশ্য এবং তার নেপথ্যের কারণ নিয়ে জল্পনা অব্যাহত থাকছে ।

নেপালের আন্তর্জাতিক যোগ মঞ্চে অসমের পাঁচ কন্যার শতভাগ সাফল্য



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা কাঠমাণ্ডু: নেপালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ ভারতের ৫৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ছয়টি দেশের প্রায় ৩৬০ প্রতিযোগীর লড়াইয়ে বিশেষ নজর কেড়েছে অসমের ডিগবোইয়ের 'ফিটনেস ইনস্পেরিয়া যোগা সেন্টার'-এর পাঁচ প্রতিযোগী। যোগ শিক্ষিকা ও দলের মেন্টর, বিশিষ্ট যোগ বিশেষজ্ঞ অশ্লেষা পালের তত্ত্বাবধানে অংশ নিয়ে পাঁচজনই পদক জিতে শতভাগ সাফল্যের নজির গড়েছেন।৫ বছরের নাংসেম বড়ুয়া, ১৫ বছরের গার্গি সোনোয়াল এবং ৪২ বছরের সরলা বড়ুয়া নিজ নিজ বিভাগে সোনা জিতেছেন। ৪৫ বছরের পারুলি বালা বড়ুয়া রুপো এবং ১০ বছরের নাং আইসেংফা বড়ুয়া ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছেন। নেপালের মন্ত্রী এবং যোগা বিচারক সমীর দাস বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।অশ্লেষা পাল বলেন, "এই সাফল্য কঠোর অনুশীলন, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের ফল। শিশু থেকে গৃহবধূ—সবাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। আগামী দিনে আরও বেশি প্রতিভাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।"অসমের যোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সাফল্য রাজ্যের যোগচর্চার মান ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উৎকর্ষেরই প্রতিফলন। তাঁদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এমন ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগচর্চায় উৎসাহিত করবে এবং ভারতের যোগ ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করবে।

এক যুবতীকে যৌন হেনস্থা-ধর্ষণের অভিযোগ



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি ঝাড়ফুঁকের নাম করে এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ায় । বাড়ির সমস্যা সমাধানের জন্য এক ওঝার কাছে গিয়েছিলেন ওই যুবতী । অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের অছিলায় ওই যুবতীকে শারীরিক নিগ্রহ ও ধর্ষণ করে ওই ওঝা । যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গ্রেফতার করেছে পুরুলিয়ার বোরো থানার পুলিশ । পারিবারিক সমস্যার সমাধান জানতে পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকার এক যুবতী স্থানীয় এক তরুণ তান্ত্রিক বা ওঝার শরণাপন্ন হয়েছিলেন । তরুণীর অভিযোগ, ওই ওঝা (স্থানীয় ভাষায় গুণীন) তাঁকে শারীরিক যৌন হেনস্থা করে এবং ধর্ষণ করে । বুধবার রাতেই ওই যুবতী বোরো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত ওঝা সৌমেন গোস্বামীকে গ্রেফতার করে । তার বাড়ি বোরো থানা এলাকাতেই । ধৃতকে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হবে । অন্যদিকে, নির্যাতিতা যুবতীর ডাক্তারি পরীক্ষা ও গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ । জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এলাকার মানুষজন নানাবিধ সমস্যা সমাধান খুঁজতে ওই যুবকের কাছে যেতেন । মন্ত্র-তন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিত ওই যুবক ।" সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এলাকার কোনও মহিলার সন্তান না-হলেও তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিত ধৃত ওঝা । ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হুমকি প্রদর্শনের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ঘটনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক নয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "এইরকম কিছু ওঝা আছে যারা মানুষের দুর্বল মনের সুযোগ নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে । এই নিয়ে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে । সেই সঙ্গে যে বা যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত পুলিশের ।"

ছেলের পরকীয়ার কুকীর্তি ফাঁস



সুপ্রভাত বাংলাঃ ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হল তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িতে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রতিবাটি এলাকায় । একদল উন্মত্ত জনতা বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ । পাশাপাশি অভিযোগ, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচুর ইট পাটকেল ছোড়া হয় । তাতে বাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি কোনওরকমের সামাল দেয় । স্থানীয় সূত্রে খবর, বিশ্বনাথের ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন । যার কারণে এই জনরোষ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2017 সালে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল । জেলা পরিষদ গঠনের জন্মলগ্ন থেকেই কখনও বিশ্বনাথ বাউড়ি আবার কখনও তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা বাউড়ি, এই দু'জনেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন । বর্তমানে বিশ্বনাথ বাউড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি । একই পরিবারের দুই মুখ বারবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন, তা নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল মানুষের । কিন্তু দলীয় লবিতে বিশ্বনাথের নাকি এমনই সেটিং ছিল যে বারবার তিনি কিংবা তাঁর স্ত্রী জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন । অন্যদিকে অভিযোগ, গত ছয় বছর ধরে তাঁর ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত রয়েছেন । এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তিও হয়েছে বহুবার । গোটা গ্রামের মানুষ এই ঘটনার কথা জানেন । বারবার ছেলেটিকে বোঝানোর পরেও সেই সম্পর্ক থেকে বেরোননি পবিত্র । সম্প্রতি ওই গৃহবধূকে নিয়ে একটি পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন তিনি বলে অভিযোগ । আর তা জানাজানি হতেই জনরোষ গিয়ে পড়ে বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িটির উপর । অভিযোগ, বুধবার রাতে প্রায় শতাধিক উন্মত্ত জনতা গিয়ে বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । বাড়ির সামনে স্টিলের রেলিং ভেঙে দেওয়া হয় । বাড়ির জানলায় ইট পাটকেল ছুঁড়ে কাচ ভেঙে দেওয়া হয় । এছাড়াও বাড়ির দরজাতে ক্রমাগত লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ । বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল । ভেতরে পরিবারের সদস্যরা ছিলেন কি না তা জানা যায়নি । বিশ্বনাথ বাউড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গিয়েছে ।

বেআইনি জবর দখল রুখতে চলল বুলডোজার



সুপ্রভাত বাংলাঃ বসিরহাটের হাসনাবাদ শিয়ালদহ শাখার চাপাপুকুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জায়গা দখল মুক্তর কাজ শুরু হল আজ থেকে। বহুদিন ধরেই হাসনাবাদ শিয়ালদহ শাখার বিভিন্ন স্টেশন সহ চাঁপাপুকুর স্টেশন এলাকাতেও রেলের জায়গা দখল করে বস্তি সহ বিভিন্ন দোকান তৈরি হয়েছিল অবৈধভাবে। বিগত সরকারের আমলেও এইসব দখল করে রাখা ব্যক্তিদের নোটিশ দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ । কিন্তু সেই জবর দখল মুক্তর কাজ হয়নি। এবার এই জবরদখল মুক্ত কাজ শুরু হল। বুলডোজার দিয়ে জবরদখল ভাঙ্গার কাজ শুরু হল। অর্থাৎ শিয়ালদহ হাসনাবাদ রেল সরকার চাঁপাপুকুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখার বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান চালালেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

বন্যার আগেই সতর্ক প্রশাসন

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি বন্যা পরিস্থিতিতে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হয় ঘাটালের বাসিন্দাদের। এবার যাতে তেমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে না-হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের, তাই আগেভাগেই উদ্যোগ নিল পুলিশ-প্রশাসন। এখন থেকে শুরু হল ত্রাণ বিতরণ। প্রসূতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। পাশাপাশি কোন এলাকার কী পরিস্থিতি, বন্যা হলে সেখানে কী অবস্থা হতে পারে, তাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্যতম মহকুমা এই ঘাটাল। ঘাটালবাসীর মূল মাথাব্যথার কারণ বন্যা। প্রায় 40 থেকে 50 বছর ধরেই বন্যা কবলিত ঘাটাল। এক সময়ে কংগ্রেস সরকার, পরবর্তীকালে বামেরা এবং তার পরবর্তীকালেও তৃণমূলের সময় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভোটের প্রতিশ্রুতি হিসেবে বহুবার ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রতিবারের মতো এবারও বর্ষায় ঘাটালে বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ব্লক অফিসে এসে ক্ষোভ উগরে দিল মহিলারা

সুপ্রভাত বাংলাঃ বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের ব্লক অফিসের ঘটনা,ব্লক অফিসে আসা মহিলাদের দাবি- অবিলম্বে তাদের অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে । এবং তারা যাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অভিযোগ- সমস্ত রকম কাগজ সঠিক জমা দেওয়ার পরেও তারা টাকা পাচ্ছে না । একাধিকবার ব্লক অফিসে এসে জানানোর পরে তাদেরকে পুনরায় শুনানিতে ডাকা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও তারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের যোজনার আয়তায় আসেনি । এবং তারা টাকাও পারছে না ।অবিলম্বে তাদের সমস্যার সমাধান করে তারা যাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করে খুন, গ্রেফতার ২



সুপ্রভাত বাংলাঃ স্বামীকে খোঁজ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, তার পর আর ফেরেননি ওই মহিলা। গতকাল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। পুলিশ ইতিমধ্যেই গণধর্ষণ, খুন এবং প্রমাণ লোপাট-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশকিছু ধারায় মামলা রুজু করেছে। পাশাপাশি, দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল আজিজুল শেখ এবং ভদাই শেখ। ইতিমধ্যেই একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। দেওয়ানদিঘি থানায় কেস নম্বর 142/2026-07.07.2026 তারিখে 103(1)/238/70(1) অর্থাৎ গণধর্ষণ, খুন এবং প্রমাণ লোপাট-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশকিছু ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বুধবার তাঁদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে আদালত তদন্তের স্বার্থে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেনসিক পরীক্ষার ফল এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতেই মৃত্যুর কারণ ও অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হবে। তদন্ত এখনও চলছে। এদিকে, গতকাল সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন। উদ্ধার হওয়া আলামত পরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। মৃতের পরিবার গত পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবারই অভিযোগ করেছিল, তাঁকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, মৃতদেহের গলা-সহ শরীরের একাধিক অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃতের স্বামীর মতে, "ঘটনার আগের দিন বিকেলে আমি, আমার বউ এবং আজিজুল একসঙ্গে মদ্যপান করেছিলাম। পরে আমি কোনও একসময় বাড়ির বাইরে চলে যাই। ঘুম ভেঙে আমাকে দেখতে না-পেয়ে স্ত্রী খোঁজ করতে বেরিয়ে যান। আর ফিরে আসেননি। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি জমির ধারে ওর দেহ উদ্ধার হয়।" অন্যদিকে, নির্যাতিতার ভাই আজিজুলের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তকে এলাকায় পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে জমি সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই আদিবাসী মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

জুটমিল ফের খোলার ঘোষণা রাজ্যের



সুপ্রভাত বাংলাঃ দীর্ঘ কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলতে চলেছে গোন্দলপাড়া, ইন্ডিয়া, হেস্টিংস, ওয়েলিংটন-হুগলির চারটি জুটমিল। আগামী 10 জুলাই থেকে এই জুটমিলগুলি খোলা হবে বলে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির হাওয়া হুগলির শ্রমিক মহল্লায়। শ্রমিকরা আশবাদী, ধীরে ধীরে খুলবে বাকি বন্ধ থাকা জুটমিলগুলিও। বুধবার শ্রীরামপুরের বিধায়ক ও প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য জুটমিলগুলি খোলার ব্যাপারে বলেন, "জুট শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হুগলি জেলায় চারটি জুটমিল খোলা হচ্ছে। অবশ্যই শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটবে। আমরা মালিকদের কাছে আবেদন করেছি, জুটমিল খোলার এখন সমস্তরকম সুবিধা পাবেন শ্রমিকরা। এমনকি জুটমিল মহল্লাগুলিরও অবস্থা খারাপ, সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মালিকপক্ষকে আবেদন করা হয়েছে। শ্রমিক মালিকদের সহাবস্থানের মাধ্যমেই আমরা চলতে চাই। আগামিদিনে সরকারের সহযোগিতায় মিল কলকারখানা ভালোভাবেই চলবে।" জানা গিয়েছে, চলতি বছরে ভোটের আগে 26 জুন বন্ধ হয়েছিল গোন্দলপাড়া জুটমিল। এই জুটমিলে স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে 4 হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তলানিতে ঠেকছে কাজ। জুটের চায়না মেশিন আনার ফলে সমস্ত শ্রমিক কাজ পায় না। মাঝে মধ্যেই বন্ধ থাকতো একটি ইউনিট। যার ফলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হত শ্রমিকদের। তাই বেশিরভাগ শ্রমিক কাজের জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা অন্য জায়গায় কোনওরকমে কাজ করেন, নয়তো টোটো চালান। দুর্দশার শেষ নেই শ্রমিকদের। গোন্দলপাড়া জুটমিলের সেলাই ঘরে কাজ করা এক শ্রমিক প্রমোদ মণ্ডল বলেন, "এই জুটমিল বছরে ছয় থেকে সাত মাস বন্ধ থাকে। নতুন সরকার এসেছে আমাদের এই সরকারের প্রতি আশা ভরসা রয়েছে। যদি জুটমিল ভালো করে চলে তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ঠিকমতো হবে। গোন্দলপাড়া শ্রমিক মহল্লার মেয়েদের বিয়ে হয় না। কোনও ব্যাংকের তরফেও লোন পাই না আমরা। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত। সরকারি তরফে বলা হচ্ছে যে, জুটমিল খুলবে কিন্তু কবে ? আমরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি। জুটমিল চালু হলে যেন সকলেরই কাজ হয়। একজন কাজ করবে, আর একজন বসে থাকবে, সেটাও যেন না হয়। সেটা সরকারকেই দেখতে হবে।" একই অবস্থা ইন্ডিয়া, হেস্টিংস, ওয়েলিংটনের মতো জুটমিলগুলিরও। চলতি বছরের 16 জানুয়ারি বন্ধ হয়ে যায় ইন্ডিয়া জুটমিল। প্রায় 2 হাজার শ্রমিক কাজ করতেন সেখানে।

চালু হল বন্ধ থাকা দুই জাতীয় সড়ক



সুপ্রভাত বাংলাঃ 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 20 মাইলে জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজের জন্য 11 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্ধ থাকা জাতীয় সড়ক 10 এবং 31-এ যান চলাচল আবার শুরু হয়েছে। রংপো থেকে সেবক পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুটি স্থানে ধসের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। কালিম্পং জেলার 28 মাইল এলাকায় জাতীয় সড়ক 10 এবং দার্জিলিং জেলার বাঘপুল–শিবকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন জাতীয় সড়ক 31-এ রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকাল থেকেই এনএইচআইডিসিএল (NHIDCL), সেবক পুলিশ এবং রিয়ং পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালায়। বর্তমানে দুই দিকেই একমুখী যান চলাচল চালু হয়েছে বলে খবর। তবে সম্পূর্ণভাবে দুইমুখী যান চলাচল স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পাহাড়ের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 20 মাইলে জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজ হবে। আর তার জন্য 11 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ন্যাশনাল হাইওয়েস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনএইচআইডিসিএল এবং হাইওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর পক্ষ থেকে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সিকিম ও কালিম্পং পাহাড়ের সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 20 মাইল রাস্তার বারদাং এলাকায় (এটিটিসি কলেজের কাছে, 60.180 কিলোমিটার অংশ) সম্প্রতি ধস নামে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে চালক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সেই কারণেই এই জরুরি মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, 11 জুলাই (শনিবার), 12 জুলাই (রবিবার) এবং 13 জুলাই (সোমবার) প্রতিদিন ভোর 5টা থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট অংশে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে কাজ চলার কারণে রাস্তায় তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় কোনও গাড়িকেই যেতে দেওয়া হবে না। সাময়িক বন্ধের জেরে যাতে পর্যটক এবং নিত্যযাত্রীরা চরম সমস্যায় না-পড়েন, তার জন্য প্রশাসনের তরফে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ফের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন



খেলার খবর

বার্থডে-গিফট আইসিসি'র



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের ফার্স্ট লুক পোস্টার এবং শুভমুক্তির দিন ঘোষণা করে চমক দিয়েছিল ছবির নির্মাতা সংস্থা। আর বুধবার জন্মদিনের সন্ধেয় আরও একটি অনন্য উপহার পেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বাদশ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে 'আইসিসি হল অফ ফেমে' জায়গা করে নিলেন 'মহারাজ'। আগামী 11 জুলাই শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি'র তরফে স্মারক তুলে দেওয়া হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। তার আগে 54তম জন্মদিনের সন্ধ্যায় 'হল অব ফেম' ভূষিত হয়ে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ'কে কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। এক্স হ্যান্ডলে সৌরভ লেখেন, "হল অব ফেমে আমাকে জায়গা দেওয়ার জন্য আইসিসি এবং চেয়ারম্যান জয় শাহ'কে ধন্যবাদ। এটা বিরাট সম্মান। দশম ভারতীয় হিসেবে হল অব ফেমে জায়গা করে নেওয়া, মহান কয়েকজনের সঙ্গে হল অব ফেম ভাগ করে নেওয়া অনন্য প্রাপ্তি।" এর আগে ভারতীয় হিসেবে 'হল অব ফেমে' জায়গা করে নিয়েছেন সুনীল গাভাসকর, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, বিষেণ সিং বেদী, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, নীতু ডেভিড এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে বিবেচিত হন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গড়াপেটার আঁধার থেকে বের করে শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটে নবজোয়ার এনেছিলেন 'প্রিন্স অব কয়ালকাটা'। দেশে এবং বিদেশে সৌরভের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিল ভারতীয় দল। 2002 আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, ওই বছরেই ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতে অধিনায়ক হিসেবে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন অধিনায়ক সৌরভ। 2003 বিশ্বকাপ সৌরভের নেতৃত্বেই রানার্স হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার অশ্বমেধের দৌড় থেমেছিল সৌরভ নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের কাছেই। ব্যাটার হিসেবেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌরভের পরিসংখ্যানও ঈর্ষণীয়। টেস্ট ও ওয়ান-ডে ফরম্যাটে 38টি সেঞ্চুরি সহযোগে 18,575 রান রয়েছে সৌরভের নামের পাশে। যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র সোহওয়াগ, এমএস ধোনি'র মতো তারকাদের তুলে এনে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বব্যাপী পাওয়ার-হাউজ গড়ে তোলার নেপথ্যেও বিরাট অবদান রয়েছে সৌরভের। এসবেরই পুরস্কার হিসেবে আইসিসি'র বিশেষ সম্মান 'মহারাজ'কে।

উইম্বলডনে নজির অর্ণবের



সুপ্রভাত বাংলাঃ জাপানের রিয়ো তাবাতা'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে উইম্বলডন বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে এই ভারতীয় প্লেয়ার। 36 বছর আগে শেষবার ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে বয়েজ সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন লিয়েন্ডার পেজ। কিংবদন্তির সেই নজির ছুঁয়ে ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের অর্ণব। 1990 সালে শেষ ভারতীয় প্লেয়ার হিসেবে বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে পৌঁছেছিলেন লিয়েন্ডার। মাঝের সময়ে আর কোনও ভারতীয় প্লেয়ার উইম্বলডন বয়েজ সিঙ্গলসের শেষ আটে পৌঁছননি। শেষমেষ কাটল সেই খরা। জুনিয়র র‍্যাংকিংয়ে 19তম স্থানে থেকে চলতি উইম্বলডনে প্রবেশ করেছেন অর্ণব পাপারকর। মাত্র 52 মিনিটে এদিন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেন ভারতীয় প্লেয়ার। অর্ণবের পক্ষে ম্যাচের ফল 6-2, 6-1। শেষ আটে আমেরিকার কোয়ালিফায়ার জর্ডান লি'র মুখোমুখি হবেন বছর আঠারোর অর্ণব। এর আগে শেষ ভারতীয় হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জুনিয়রের শেষ আটে পৌঁছেছিলেন ইয়ুকি ভাম্ব্রি।

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder